পরিবর্তিত কাজের ধরনে কম্পিউটার শীর্ষে

নীরব সরকার ঃ সম্ভাবনার দুয়ারে উপেক্ষিত জনগণ

——————— গোলাম নবী জুয়েল

পৃথিবী নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এ যুগের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য 'জ্ঞানই শক্তি' কথাটির স্বীকৃতি অর্জন। ফলে কর্মক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিশ্বজুড়ে কাজের ধরনে যে পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছে তার ফলাফল কি হবে তা প্রতিবেশী ভারত বুঝেছে। বুঝতে পেরেছে সার্কের অপরাপর দেশ যেমন — শ্রীলংকা, নেপাল ও পাকিস্তান। কিন্তু ভবিষ্যত অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে এ দেশের পণ্ডিত সমাজ, সে সাথে সরকার ও সরকার প্রধান। তাই এবারের বাজেটেও উপেক্ষিত হয়েছে এদেশের বিজ্ঞান চর্চা ও 'বিজ্ঞান শিক্ষা' বিস্তারের কথাটি।

কমপিউটারায়নের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করতে পারেনি এদেশের সরকার এবং বিরোধী দলসমূহ। বরং দায়িত্বশীল মন্ত্রীসহ কাউকে কাউকে বিভিন্ন সময়ে বলতে শোনা গেছে কমপিউটারের ব্যবহার বাড়লে বেকারত্ব বাড়বে। এ জাতীয় লোকদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দেখে জ্ঞানী মানুষগণ হাসবেন না কাঁদবেন তা ভুলে গেছেন। কিন্তু বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ জ্ঞানী মানুষেরাও নিতে পারেন নি। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা আমাদের নেই।

মনে প্রশ্ন জাগে, এ জাতি কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে কবে? যারা প্রযুক্তির বিকাশে বেকারত্ব বাড়বে বলেন, তাদেরকে ডেকে এনে পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় পড়ানোর মতো করে বলতে ইচ্ছে করে, প্রযুক্তি কাজের ক্ষেত্র ধ্বংস করে না বরং তৈরী করে।

দু'ভাবে এই কাজটি হয়ে থাকে। এক ঃ নতুন প্রযুক্তি বিনির্মাণ আর নির্মিত প্রযুক্তির সচলতায় মানুষের সহযোগিতা অপরিহার্য। দুই ঃ প্রযুক্তি উৎপাদনে আনে গতি। অধিক উৎপাদন মানে অধিক লাভ। লাভের অর্থ কখনো অলস হয়ে পড়ে থাকে না। তার মানে নতুন বিনিয়োগ। আর নতুন বিনিয়োগ নতুন চাকরির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে।

প্রযুক্তির বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় এ সত্য আরো ভালভাবে অনুধাবন করা যায়। উনিশ শতকে বিদ্যুতের আগমন কিংবা বিশ শতকের শুরুতে গাড়ীর আবিষ্কার মানুষকে বেকার করেনি বরং লক্ষ লক্ষ লোকের নতুন চাকরীর সন্ধান দিয়েছে। অর্থনীতির বিখ্যাত ইতিহাসবিদ জোয়েল মকার এ প্রসঙ্গে বলেন, গত ২০০ বছরে যন্ত্রের কারণে মানুষ বেকার হয়েছে এমন ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ কিংবা জাপান–কোথাও ঘটেনি। প্রযুক্তির বিকাশ, বিশেষ করে কমপিউটার প্রযুক্তির ক্রম প্রসারতায় ভীত যারা তাদের কথা হলো উন্নত বিশ্বে কি হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে তো আর বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশকে মূল্যায়ন করলে চলবে না। এরা মনে করেন কমপিউটার মানুষকে বেকার করবে। দারিদ্র্যতার মধ্যে নিপতিত করবে। তাই কমপিউটার শিক্ষার বিকাশে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলসহ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি ডিভিশন নিয়ে ভিন্ন মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে তথির মনস্ক শিক্ষামন্ত্রীর কবল থেকে জাতির ভাগ্য নির্ধারক বিজ্ঞান চর্চাকে আলাদা করার দাবীর কারণ সুস্পষ্ট। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে সরকারের অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রটি বড়ই মূর্তিমান হয়ে চোখে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে আপন প্রতিভায় উজ্জ্বল কৃতিমান পুরুষ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'দেশের শতকরা ৭৫ জন মানুষ নিরক্ষর। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরক্ষতার হার আরো ভয়াবহ। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখি ঃ '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্যে শিক্ষা।' এটা দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায়। যারা এই ঘোষণা দেন তারা বোধ হয় মনে করেন ২০০০ সালে পৌঁছতে আমাদের আরো ৫০০০ বছর সময় লাগবে।'

জ্ঞান বিস্তারের জন্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করা। এ জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ গ্রহণ। কিন্তু যারা উদ্যোগ নিবেন তারা কুম্ভকর্ণের মত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন।

চাকরির বাজারে পরিবর্তনের হাওয়া ঃ

১৯৪০-এর দশকের শেষভাগ হতে ১৯৭০-এর দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শিল্পোন্নত বিশ্বের দেশগুলো অভাবনীয় উন্নতির ছোঁয়া পেয়েছিল। এসময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারতা লাভ করে। মানুষের আয় বেড়ে যায়। ফলে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আসে। তখন 'কাজ নাই' বা 'বেকার' শব্দটি শুধুমাত্র ডিকশনারীতে খুঁজে পাওয়া যেত।

কিন্তু বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল কোন বিশ্বেই বেকার শব্দটি দুর্লভ কিছু নয়। এক সময়ের বিশ্বের সব থেকে ধনাঢ্য অঞ্চল পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে ২ কোটি লোক অলস জীবন কাটাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা আরো খারাপ। দেশে মোট বেকারের সংখ্যা ৮৯ লাখ। মার্কিন অর্থনীতির ধারণায় নতুন শব্দ হলো 'জবলেস গ্রোথ'।

জাপানীদের সামনে এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন, 'Lifetime Employment' সিস্টেম কি উঠে যাচ্ছে? বৃটেনের প্রতি দশজনে ৮ জন নাগরিক মনে করেন বেকারত্ব তাদের দেশের এখন সবথেকে বড় সমস্যা। ফ্রান্সের নতুন সরকার চাকরির বাজার তৈরীর জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যেরাও বসে নেই। কারণ বেকারত্ব সরকারের সামাজিক কর্মকাণ্ডকে যে শুধুমাত্র ব্যাহত করে তা নয় আরো অনেক ধরনের বিরুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সরকারের রাজস্ব আয় কমে যাওয়া, মানব সম্পদের অপচয় ঘটা, আয়ের বৈষম্যে সৃষ্টি এবং জনগণের আত্মমর্যাদাবোধের অবক্ষয়।

এর সামগ্রিক ফল হলো সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি এবং অশান্তি। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিশ্বজুড়ে বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ কি? কেউ কেউ বলেছেন ব্যবসার গতি পরিবর্তন। কিন্তু আসলে কি তা-ই সব? নিশ্চয়ই না। সত্যি কথাটা হলো অনেক কারণের সমন্বয় হলো বেকারত্ব বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে নিত্য নতুন প্রযুক্তির আগমন এবং সে অনুপাতে দক্ষ জনশক্তি গঠনে ব্যর্থতা অন্যতম প্রধান কারণ।

উন্নত বিশ্ব কারণ চিহ্নিত করে পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি নিচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলোও বসে নেই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'ষাটের দশকে যখন অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন এশিয়ার বহু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে দারিদ্র্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সঙ্গে একই কাতারে ছিল। ত্রিশ বছর আগে আমরা যারা একই অবস্থান হতে যাত্রা শুরু করেছিলাম আজ তাদের সকলেই আমাদেরকে বহু পেছনে রেখে চলে গেছে। যেমন ঃ দক্ষিণ কোরিয়া। মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ডের সাফল্যের কাহিনীও কম অবিশ্বাস্য নয়। পাকিস্তান ও ভারত আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ রাস্তা অতিক্রম করে গেছে একই সময়ের ব্যবধানে। হয়তো অনেকে বলবেন, তাদের জন্যে নানা রকম সুযোগ এসেছে। কিন্তু তা দিয়ে কি আমাদের অপরাধ ঢাকা যাবে? সুযোগ কি আমাদেরও কম হয়েছে? এখনো কি কম আসছে? সুযোগগুলো যখন নিজে থেকেই আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায় আমরা দরজা খুলে ভেতরে এনে আসন দেবার আগ্রহটাও দেখাই না। নানা জেরা করে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেই, অথবা নিজেদের ঘরোয়া বাক বিতণ্ডার ব্যস্ততার মধ্যে দরজা খোলার দিকে মনোযোগ দেবারও ফুরসৎ পাই না। মনে রাখতে হবে এদেশের মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার সুনাম আছে। এই সৃজনশীলতাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টির কাজে প্রবাহিত করার টেকসই কোন উদ্যোগ আমরা গত ২২ বছরে নেইনি। যদি তা করতাম তবে দেশের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষকে ইতর প্রাণীর মত জীবন কাটাতে হতো না।'

যে জীবনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাতেই কি ডুবে থাকবো নাকি এ অচলায়তন ভাঙবো? এ প্রসঙ্গে আনবিক শক্তি কমিশনের ভৌত বিজ্ঞান শাখার সদস্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার মতে, বিশ্বে যে পরিবর্তনের ঢেউ জেগেছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং উচিতও হবে না। তাই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিজস্ব মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলায় পরিকল্পিতভাবে আগাতে হবে।'

এটিই মোদ্দা কথা। পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কিসের জন্যে পরিকল্পনা রচনা করব? এর সোজা জবাব হলো বাংলাদেশের বর্তমান বেকারদের কাজের জন্যে ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সমৃদ্ধি এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীদের আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দেশ ও জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।

বিশ্ব জুড়ে যে মুহূর্তে কাজের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে তখন এদেশের ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্য

পরিবর্তনের প্রয়োজনে পরিবর্তিত কাজের ধরনকে পর্যবেক্ষণ এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

বিশ্বে কোন পেশা মর্যাদাসম্পন্ন হবে এবং কোন পেশার লোক বেশী আয় করবে এখনো তা নির্ধারণ করে শিল্পোন্নত দেশগুলো। বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিল্পোন্নত বিশ্বে কাজের ধরনে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এটি সম্ভব হয়েছে কমপিউটার নির্ভর তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ও বিস্তারের ফলে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও জাপানে সার্ভিস সেক্টরে লোক সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত কর্মীর সংখ্যা কমছে। আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোন ধরনের চাকরিতে কমপিউটার জ্ঞানের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে এবং গুরুত্বের হার দিনে দিনে বাড়ছে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট চাকরির ৪২ শতাংশে চাকরিতে কমপিউটার জ্ঞানের আবশ্যকতার উল্লেখ থাকতো। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে এই হার বেড়ে ৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

সে তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থান কোথায়? সঠিক করে বলার উপায় নেই। কারণ এদেশে কোন কিছুরই তথ্য উপাত্ত সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না কিংবা ব্যাপক অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার কারণে তথ্য উপাত্ত তৈরীই সম্ভব হয়ে উঠে না। অনেক খুঁজে পেতে আমরা জানতে পেরেছি, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের বাজারে হাজার পাঁচেক কমপিউটার বিক্রি হয়েছে। এই তথ্য থেকে কমপিউটার শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নেয়া যেতে পারে।

দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগের প্রধান ডঃ লুৎফুর রহমান বলেন, 'এদেশের সরকার ও বিরোধী দলসমূহকে যুগপৎভাবে বুঝতে হবে এ দেশের উন্নতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার মধ্যে নিহিত। অতএব এর উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। জনগণকেও সচেতন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে জানাতে হবে। সমস্যা ও পরামর্শ গ্রহনের জন্যে সরকারের একটা মনিটরিং সেল থাকা ভাল।'

তিনি আরো বলেন, 'কমপিউটারের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে মোট জনসংখ্যার শিক্ষার হার বৃদ্ধি জরুরী। তবে এমুহূর্তে যেটা করা যেতে পারে তা হলো পাঁচটি বিভাগের মোট দশটি বিদ্যালয়ে নবম-দশম শ্রেণীতে পরীক্ষামূলকভাবে কমপিউটার বিষয়ক আলাদা বিষয় পড়ানো, B.Sc তে কমপিউটার সায়েন্স নামে আলাদা বিষয় চালু করা, দেশের সবগুলো পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে কমপিউটার ডিপ্লোমা চালু করা, প্রতিটি জেলা শহরের ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে কমপিউটার বিষয়ক শিক্ষা দান।' এছাড়া তিনি বিজ্ঞান চর্চার প্রসারতার লক্ষ্যে আলাদা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

কর্মবিশ্বে কমপিউটারের জয়জয়কার

'যে কমপিউটারকে একদিন সকলে ভয়ের চোখে দেখেছিল মানুষের কর্মসংস্থান কেড়ে নেবে মনে করে, আজ মাইক্রোচিপের বদৌলতে কমপিউটার হয়ে গেছে মানব সম্পদ ব্যবহারে অনন্ত্রসর দেশসমূহের জন্য বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির আরেকটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। কমপিউটার তৈরী, প্রোগ্রাম তৈরী, ডাটা এন্ট্রি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিপুল জনশক্তিকে সহজে কাজে লাগানো যায়। ভবিষ্যতে সারা দুনিয়ার তথ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও ক্রমে আমাদের নিকট চলে আসবে। যদি আমরা তা নিতে প্রস্তুত থাকি।' — আলোচনাকালে কথাগুলো বলেছেন অধ্যাপক ইউনুস। এগুলো বাড়িয়ে বলা কোন কথা নয়। উন্নত বিশ্বের কর্ম পরিবেশ পরিবর্তনের যে আভাষ পাওয়া যায় তা পর্যবেক্ষনেএবং বাংলাদেশীদের মেধার বিশ্লেষণে বারবার আপনারও আত্মপ্রত্যয়ী হতে ইচ্ছে হবে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ বিশ্বের সর্বাধিক চিপস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইন্টেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশে কাজ করছে মেধাবী বাংলাদেশী তরুণেরা। এ ছাড়াও সিলিকন ভ্যালীতে রয়েছে হাজার হাজার বাংলাদেশী। অন্যদিকে জটিল থেকে জটিলতর কাজগুলো নিজেদের জন্যে রেখে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজগুলো কম শ্রমমূল্যের দেশে পাঠাচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলো। ফলে আমরা ইচ্ছে করলে এদেশের মানব সম্পদের মেধাবী ও শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী অংশকে যুগপৎভাবে কর্মক্ষম করে তুলতে পারি।

বর্তমান যুগকে বলা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ এবং জ্ঞান চর্চার সময়। আর এই যুগের মূল চালিকা শক্তি হলো কমপিউটার। বিষয়টি আরো পরিস্কার বোঝা যাবে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালে।

বর্তমানের তুলনায় আগামী ১২ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে যে নয়টি কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে এবং অন্য যে নয়টি ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে সেগুলো হলো ঃ

প্রসারিত হবে		সঙ্কুচিত হবে	
কমপিউটার সার্ভিস	৯০.৬%	পদুকাশিল্প	৪৮.৪%
স্বাস্থ্য সেবা	৮১.১%	যুদ্ধোপকরণ	৪২.৩%
ব্যবস্থাপনা	৭৬.৬%	চামড়া সামগ্রী	৪০.২%
পানি ও পয়ঃনিস্কাশন	৬২.৫%	সারকীটনাশক	৩২.১%
গ্রন্থাগার	৬১.৯%	ঘরবাড়ির কাজ	৩১%
স্বাস্থ্য অফিস	৫৯.২%	তামাক চাষ	৩০.৬%
ট্রাভেল এজেন্সি	৫৫.৭%	ক্যান প্রস্তুত শিল্প	৩০%
সামাজিক কর্মকাণ্ড	৫৫.৩%	তেল শোধনাগার	২৮%
আইন ব্যবসা	৫৫.৩%	লোহা শিল্প	২৭.৫%

একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে নয়টি কর্মক্ষেত্র থেকে মানব সম্পদের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে তার মূলে রয়েছে কমপিউটার নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি আবার যে ক্ষেত্রগুলোতে মানব সম্পদ ব্যবহার বাড়বে তার মূলেও রয়েছে কমপিউটারের ব্যবহার। যেহেতু সংকোচন ও প্রসারতার উভয় ক্ষেত্রেই কমপিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি মূল কারণ তাই সামগ্রিকভাবে কমপিউটার সার্ভিসে সব থেকে বেশী মানব সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে কমপিউটার সার্ভিসের মধ্যে রয়েছে সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার ও ডাটা প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট রিপেয়ারস। এর মধ্যে সিস্টেম এনালিস্ট ও প্রোগ্রামারের জন্যে কলেজ ও তদুর্ধো ডিগ্রী থাকা প্রয়োজন এবং ডাটা প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট রিপেয়ারের জন্যে ভোকেশনাল ট্রেনিংই যথেষ্ট।

ঘুরে ফিরে বারবার শিক্ষার কথা চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এণ্ড ডেভলভমেন্ট পরিচালক টম আলেকজাণ্ডার গুরুত্বপূর্ণ এক কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, **'যদি তোমার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তোমাকে সহায়তা করে তবেই তোমার পক্ষে সম্ভব জ্ঞানময় কর্মপরিবেশে একীভূত হওয়া।'** আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি জনগণের স্বার্থ দেখছে?

মনে রাখতে হবে অর্থনীতির নতুন তত্ত্ব হলো— তথ্য, শিক্ষা এবং জ্ঞান। তথ্যময় বিশ্বে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ব্যতীত বিশ্বের বুকে গর্বিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

সময় থাকতে সিদ্ধান্ত নিন ঃ

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতৃত্বের লড়াইয়ে যারা সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন তারা বয়সে নবীন। পঞ্চাশের গড় আয়ুর এই দেশে ৪০-এর পর নতুন কিছুর জন্যে ঝুঁকি নেয়াটা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি ঐ বয়সে এসে সংসার-সমাজ সহ সামগ্রিক বিবেচনায় একজন ব্যক্তি নতুন করে জীবন শুরু করতে চান না।

তাই বরাবরের মত কমপিউটার নির্ভর প্রযুক্তির বিকাশ এবং চলমান দুনিয়ার সাথে পাল্লা দেয়ার কাজটি নবীনদেরই করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রবীনদের আশীর্বাদ (অর্থনৈতিক ও অভিজ্ঞতার বিনিময়) অবশ্যই থাকতে হবে।

উন্নত বিশ্বে নবীন শিল্প উদ্যোক্তাদের সাফল্যের পিছনে থাকে সরকারের আর্থিক সমর্থন। আমাদের দেশের জন্যেও এটির প্রয়োজন রয়েছে।

সরকারের নীতি হতে হবে সময়োচিত এবং উদার। আর নবীন প্রজন্মের শিল্প উদ্যোক্তাদের হতে হবে রয় হর্সম্যানের মত পরিশ্রমী এবং সাহসী।

রয় হর্সম্যানকে বলা হয় 'Workshop of the world'. ১৪ বছরের স্কুল পালানো হর্সম্যান ১৫ বছর বয়সে স্থানীয় এক পার্টস নির্মাণ কারখানার মেঝে পরিস্করকের দায়িত্ব পান। পরবর্তী ২১ বছরে তিনি নিজ যোগ্যতায় ঐ কারখানার মেশিন অপারেটর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হন। বর্তমানে বিশাল এক কোম্পানীর মালিক। মোট ৫২০ ধরনের পার্টস বানায় তার কোম্পানি। ক্রেতার সংখ্যা ৩১ এবং কর্মীর সংখ্যা ৮ জন।

নিজের সাফল্য সম্পর্কে রয় হর্সম্যান বলেন, আমার কারখানার কর্মীরা বহুকর্মে দক্ষ। কমপিউটারে তারা নিজেদের কাজের প্রোগ্রাম নিজেরাই লিখতে পারে এবং প্রয়োজনে সবগুলো মেশিনে তারা কাজ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, আমি বিশ্বাস করি তরুণদের দক্ষতা বাড়িয়ে, শিক্ষিত করে, তাদের মাঝে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাদেরকে সর্বদা সচল রাখতে হবে। তাদের হাতকে সচল রাখতে হবে এবং মস্তিষ্কের সচলতা আরো বাড়াতে হবে।'

ব্যবসা সফল কোম্পানির মালিক রয় হর্সম্যান ব্যবস্থাপনার আধুনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী তাই তিনি অফিসের এক কোণে এসির মাঝে বসে রিভলভিং চেয়ারে ঘুরপাক খান না বরং মস্তিষ্ক এবং হাত দুটোই প্রতিদিন ১৪ ঘন্টা কারখানার এ প্রান্ত হতে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত সচল রাখেন তাই তার কারখানার কর্মীরাও পরিশ্রমী ও নিবেদিত। এমন পরিশ্রমী বাংলাদেশীর অভাব নেই। কিন্তু অভাব রয়েছে পরিকল্পনা নির্মাণের যোগ্যতার এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার।

নীরব সরকার ঃ

১৯৯১ সালের মে মাসে **কমপিউটার জগৎ** তার প্রকাশনার সূচনা সংখ্যায় 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' শিরোনামে এদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন এক

আন্দোলন শুরু করে। সূচনালগ্নেই পত্রিকাটি বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান এবং সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা দেয়। সম্পাদকীয়তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখা হয়েছিল, 'উচ্চ শিক্ষার খবরদারিতে নিয়োজিত সম্মানীয় বিজ্ঞগণ কোন সিলেবাসের ভিত্তিতে শিক্ষা দিবেন এ তর্ক বিতর্কেই বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছেন। অথচ বিশ্ব বাজারের বর্তমানের ৫০০০০ কোটি ডলারের সফটওয়্যার ব্যবসা যা কি না ২০০০ সালে ১০০০০০ কোটি ডলারে পৌঁছবে তার একটা ভগ্নাংশের জন্যও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। আমরা মনে করি ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধে উঠে এ ব্যাপারে একযোগে সবার এগিয়ে আসা উচিত।'

কিন্তু **কমপিউটার জগৎ**-এর আশাবাদ এখনো হিমাগারে রয়ে গেছে। **কমপিউটার জগৎ**-এর দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রের খুব বাইরে এখনো পা রাখতে পারেনি বাংলাদেশ নামক আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ পরিচিতি ছিল এমন ঃ আমলা শ্রেণী কমপিউটারায়নে বাধা দিচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে। ব্যবসায়ী আছে কমপিউটার বেঁচে শুধু টাকা কামানোর ধান্ধায়। কমপিউটারায়নের বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে কর বাড়িয়ে। সামগ্রিক পরিস্থিতির নীচে চাপা পড়েছে কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা নবীশরা।

কমপিউটার জগৎ অন্য এক সংখ্যায় প্রশ্ন তুলে ছিল 'বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন, কমপিউটার শিক্ষা তথা তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ বিশ্ব সভ্যতার সাথে যুক্ত করার জন্য বিসিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ডাক ও তার মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার এগিয়ে আসার বদলে এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা ও বিরুদ্ধচারিতা কি তাদের অজ্ঞাত প্রসূত না এটা এ অভাগা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কোন গভীর ষড়যন্ত্র তা খতিয়ে দেখতে হবে। নইলে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতির এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অচিরেই সচেতন জনগণের কাছে যে জবাবদিহি করতে হবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।'

কমপিউটার জগৎ কথাগুলো লিখেছিল গভীর প্রত্যয় ও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে। তাই দেখা যায় কমপিউটার জগৎ তার দীর্ঘ ৭৯০ দিনের পথ চলার প্রতিক্ষণে দেশের উন্নতি ও জনগণের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং কাজের মাসিক রিপোর্টের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছে 'মাসিক কমপিউটার জগৎ' নামের একখানা তথ্য সমৃদ্ধ পত্রিকা প্রকাশ করে। এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির আন্দোলনে পথিকৃৎ **কমপিউটার জগৎ** নিরলসভাবে কাজ করেছে জনগণ এবং সরকারের ভেতর ও বাইরে। সচেতন করে তুলতে চেয়েছে সকলকে। পরামর্শ দিয়েছে সরকার ও বিরোধী দলকে। পথ বাতলিয়েছে বেকারত্ব দূরীকরণের এবং পথ দেখিয়েছে অভাবনীয় অর্থ আয়ের। কিন্তু দুঃখিত মনে লক্ষ্য করা গেছে জনগণ যতটুকু সাড়া দিয়েছে তার সিকি ভাগও সাড়া পাওয়া যায়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো থেকে।

বাংলাদেশে কমপিউটার ব্যবহারের পরিবেশ তৈরী এবং এ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ঘটিয়ে দেশের সমৃদ্ধি আনার জন্যে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল নামের একটি সরকারী সংস্থাও রয়েছে কিন্তু কাংখিত কাজ এদের নিকট হতেও এখনো পাওয়া যায়নি। কেন পাওয়া যায়নি তা খতিয়ে দেখার সময় হয়েছে। শোনা যায় বিসিসির শীর্ষতমপদের ব্যক্তিটি কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলে থাকেন, 'ছেলে মেয়েদের কমপিউটার শিখিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার কি?'

পাঠক কি বলবেন?

হ্যাঁ পাঠক এ অচলায়তন ভাঙ্গতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে হতে হবে নিয়মের ধারক, বাহক এবং রক্ষক। সরকার নিশ্চিত করবে যে, যারা নিয়ম মানে তারা বিনা বাধায় বিনা প্রশ্নে এগিয়ে যাবে। এবং যারা নিয়ম ভাঙ্গবে তারা পার পাবে না। সরকার হবে উদ্বুদ্ধকারী। দেশের নাগরিকদের সঠিক পথে এগিয়ে আসতে উৎসাহ যোগাবে। সাহস যোগাবে। সরকার হবে ইতিবাচক। নেতিবাচক নয়। এখন হচ্ছে সম্পূর্ণ তার উল্টো। সৎব্যবসায়ী ব্যবসা করতে পারছে না। সৎ শিল্পপতির কারখানার চাকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সৎ কর্মচারী পুনঃপুনঃ শাস্তি পাচ্ছে। যে আইন মানতে চাচ্ছে তার হেনস্তার সীমা নেই।

এই প্রেক্ষাপটে ৩২০০০ গ্রামের সফল সংগঠক প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য হলো— 'মানুষের সামনে থেকে বাধা সরিয়ে দিতে হবে।'

কর্ম পরিমণ্ডলকে নতুন অবয়ব দিবে যে ছয়টি প্রবণতা

১। কোম্পানীর আকার ছোট হয়ে আসবে, ফল কোম্পানিতে কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পাবে।

২। সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসবে। বিশেষজ্ঞ ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

৩। টেকনিশিয়ান, কমপিউটার মেরামতকারী থেকে শুরু করে তেজস্ক্রিয় থেরাপিস্ট পর্যন্ত সবাই উৎপাদন কর্মীদের জায়গা দখল করবে।

৪। কর্মী ব্যবস্থাপনায় শীর্ষভিত্তিক ধারণার বিলুপ্তি ঘটবে কিংবা সমান্তরাল ধারণার আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে।

৫। ব্যবসার লক্ষ্য উৎপাদনের পরিবর্তে সেবা হবে।

৬। শিক্ষার সমাপ্তি ধারণার বিলোপ ঘটবে। মানুষ অনবরত ভাববে এবং প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান অর্জনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'মানুষকে বাধা দেয়াটাই যেন সরকার নামক প্রতিষ্ঠানটির পবিত্রতম দায়িত্ব।

সরকারের আশপাশে যারা থাকেন তাদের উপরও যেন এই অধিকার বর্তে যায়। সরকার মানে হচ্ছে মানুষকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্য নির্মিত একটি সুবিশাল যন্ত্র। মানুষকে হেনস্তা করার সব বুদ্ধি নিয়ে সরকার সর্বত্র অফিস সাজিয়ে বসে থাকেন। একাজে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ।'

সম্ভাবনার দুয়ারে উপেক্ষিত জনগণ ঃ

আলজেরিয়ার শ্রমিক কাজ করছে ফ্রান্সে, তুরস্ক এবং পোল্যাণ্ডের শ্রমিক কাজ করছে জার্মানীতে, মেক্সিকানরা যুক্তরাষ্ট্রে, ফিলিপিনের নার্স এবং পরিচারিকা আছে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই। আর আমাদের বাংলাদেশের শ্রমিক রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য এবং মালয়েশিয়ায়। এরা সব অদক্ষ কিংবা আধা দক্ষ শ্রমিক।

দিনে দিনে এদের বাজার ছোট হয়ে আসছে। দু'কারণে এটি হচ্ছে। এক ঃ প্রযুক্তির উন্নয়ন। দুই ঃ স্বদেশীদের বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ায় বিদেশী খেদাও আন্দোলন। ইতিমধ্যে ফ্রান্স 'জিরো ইমিগ্রেশন' আইন চালু করেছে। এ অবস্থায় মেধাবী কিন্তু প্রচুর বেকারের উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো নিজস্ব মেধা ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং বেকারত্ব দূরীকরণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এতে সাপও মরছে লাঠিও ভাঙ্গছে না।

নতুন এ প্রবণতার শীর্ষে রয়েছে ভারত। এ দেশের সফটওয়্যার শিল্প দিনে দিনে বিকশিত হচ্ছে। সরকারী পরিকল্পনায় দেশে অঙ্ক ও বিজ্ঞানে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। ইংরেজী জানা ভারতীয় গ্র্যাজুয়েটদের ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা যারা ডেকে নিয়ে যাচ্ছে প্রোগ্রাম তৈরীর জন্যে। **যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালীর কমপিউটার শিল্পের জন্যে আট লাখ ভারতীয় ঘরে বসে কাজ করছে। অচিরেই আরো ৭০,০০০ কর্মী এদের সাথে যোগ দিবে।** টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট ডালাস থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভারতের বাঙ্গালোর অবস্থিত প্রোগ্রামারদের নিকট কাজ পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলো ডাটা প্রসেসের জন্যে নির্ভর করে আয়ারল্যাণ্ড এবং জ্যামাইকার উপর। এ কাজগুলো আমরাও করতে পারি। কারণ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় মেধা আমাদের রয়েছে। এখন প্রয়োজন মেধার পরিচর্যা এবং সরকারের সদিচ্ছা।

এক্ষেত্রে ডঃ ইউনূসের সাথে একই তালে আমরাও বলতে পারি, প্রয়োজনে ভিন্ন ধারণার 'সরকার' সৃষ্টি করার কথা ভাবতে হবে। সে নতুন ধারণার সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে তারা মানুষের সঙ্গে সমতলে অবস্থান করবে। তারা মানুষকে সামনে রাখবে, নিজেরা পেছনে থাকবে। তারা সৎ মানুষকে সৎ থাকার পরিবেশ নিশ্চিত করবে। সব মানুষের কর্মদক্ষতাকে বিকশিত করার ব্যাপক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যে আইন যেভাবে পালিত হবার কথা সেভাবে পালিত হওয়া নিশ্চিত করবে। তাদের কাছে বস্তা বস্তা আইন থাকবে না। থাকবে কতগুলো সহজ সরল আইন। যেগুলো সরকার নিজে আগে মানবে, তারপর অন্যারা মানছে কিনা দেখবে।

এই নতুন ধরনের সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসন চালাবে না। প্রায় সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর ছেড়ে দেবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সব তথ্য, সব খবর সব মানুষকে চাওয়ামাত্র পাবার ব্যবস্থা করবে। যেমন ঃ ভূমির মালিকানার খবর কমপিউটারে টিপে দিলেই তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে। তহশিলদারের দরবারে নজরানা দিয়ে এই তথ্য বের করতে হবে না।

এদেশে এখনো রাজনীতি, সরকারী কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, শ্রমিক ও ছাত্রসমাজে সৎ, সাহসী, মেধাবী, সৃজনশীল দেশপ্রেমিক মানুষ রয়েছে। প্রয়োজন সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করে এগিয়ে যাওয়া। আমরা আশাবাদী। আমরা আশা করব যে রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে আমরা বিদেশী অর্থ দাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে তাদের মতো করে চিন্তা করতে, বলতে এবং লিখতে শিখেছি তার গোড়া উপড়ে ফেলে জনকল্যাণ মুখি কর্মে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হবে এ দেশের মানুষ। এবং কমপিউটার নির্ভর তথ্য প্রযুক্তির আন্দোলনে এ দেশকে বিশ্ব মানে পৌঁছতে সাহায্য করবে। ✪